প্রথম আলো

তারিখ JUN 03 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ?

সম্পাদকীয়

শিক্ষা সংস্কারের নামে লুটপাট

দ্বিতীয় পর্যায় শুরুর আগে প্রথম পর্যায়ের মূল্যায়ন করুন

মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম দফায় ৪৯০ কোটি ২০ লাখ টাক
সিংহভাগ ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু এ খাতে কতটুকু উন্নয়ন সাধিত হ
সে হিসাব না করে নতুন করে আরও ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কী য
থাকতে পারে?

আমরা এই প্রশ্ন তুলছি এ কারণে যে, এই প্রকল্পে ইতিমধ্যে পরামর্শকদের
বাবদ ৩৬ কোটি টাকা, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের নামে বিদেশ-ভ্রমণে ৩২ কো
টাকা খরচ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে বাথরুম তৈরি, নলকূপ স্থাপন ইত্যাদি কা
খরচ করা হয়েছে ১৩৩ কোটি টাকা এবং ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানের নামে ১৮
কোটি টাকার অংশবিশেষ ভুয়া ছাত্রীদের নাম দেখিয়ে লুটপাট করা হয়েছে। অ
প্রকল্প শেষ হওয়ার মাত্র ছয় মাস আগে চলছে ২৩১ জন কর্মকর্তা নিয়োগে
প্রক্রিয়া। কিন্তু এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের কী সুফল পাওয়া গেল, তার কো
মূল্যায়ন নেই।

মাধ্যমিক পর্যায়ে একমুখী শিক্ষা চালু করা, পাঠ্যক্রম উন্নয়নসহ আরও বি
লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্পটি গোড়া থেকেই ছিল অপরিকল্পি
পাঠ্যক্রম উন্নয়নের কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না। অবকাঠামো নির্মাণ অতিরি
গুরুত্ব পেয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, এসব নির্মাণকাজের নামে অর্থের নয়
করা গেছে। একমুখী শিক্ষা চালুর বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহলের স
আলোচনা-পরামর্শ না করায় এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আপত্তির মুখে সে উদ্যো
স্থগিত হয়ে যায়। আর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করে শিক্ষা কর্মকর্তা
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের নামে বিদেশ-ভ্রমণের পেছনে বিপুল পরি
অর্থের অপচয় ও লুটপাট চলেছে অবাধে।

এই প্রকল্পের ৩০ শতাংশ তহবিল বাংলাদেশ সরকারের, বাকি ৭০ শতা
নেওয়া হয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে। সরকারি অংশের
জনগণের কষ্টার্জিত করের অর্থ, এডিবি থেকে নেওয়া ঋণের টাকাও এ দে
দরিদ্র জনগণকেই পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু অর্থ ব্যয়ের কোনো মূল্যায়ন
কোনো জবাবদিহিতা নেই।

৪৯০ কোটি টাকার বেশ কিছু লুটপাট সম্পন্ন করার পর আরও ৭৫০ কে
টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে, আগামী বছর জানুয়ারি থেকে শুরু হ
একই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন। কী কাজ করা হবে এই দ্বিতীয় পর্যা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা গেছে, প্রথম পর্যায়ের অসমাপ্ত কাজগুলোই সম
করা হবে। তার আগে কেন জবাবদিহি চাওয়া হলো না যে, প্রথম পর্যায়ের
অর্থ ব্যয় করেও কাজ অসমাপ্ত থেকে গেল কেন?

শিক্ষা খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সুনির্দিষ্টভ
কী কী কাজ করা প্রয়োজন, কী প্রক্রিয়ায় কত সময়ের মধ্যে, কত টাকা ব্যয় ক
সে কাজগুলো করা হবে—এসবের বিশদ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন-কৌশল নির্ধা
না করে বছরের পর বছর প্রকল্প চালিয়ে জনগণের অর্থের অপচয় ও কিছু অ
ব্যক্তির অবিরাম লুটপাট চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হ
পারে না। এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে কোন খাতে কত টাকার অপচয় ও লুট
হয়েছে, তার তদন্ত হওয়া জরুরি প্রয়োজন। দুর্নীতি দমন কমিশনের উ
বিষয়টি দেখা। তদন্তসাপেক্ষে অপচয়ের জন্য দায়ী ও লুটপাটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
আইনানুগভাবে শাস্তি হওয়া উচিত।

সেই সঙ্গে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ভেবে দেখা উচিত-অপচয়
লুটপাটের সুযোগ বজায় রেখে একই ধারায় এই প্রকল্পটি দ্বিতীয় পর্যায়ে চালি
যাওয়ার বাস্তবিক প্রয়োজন রয়েছে কি না। মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়
প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু এর নামে দরিদ্র জনগণের ক
ঋণের বোঝা চাপিয়ে অবাধ লুটপাট চলতে পারে না।